MAR 19 2002

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... পৃষ্ঠা ... কলাম ...

সম্পাদকীয়

মহিলা মাদ্রাসায় আগুন

শনিবার ভোরে নগরীর ডেমরা ছনটেক আবাসিক মহিলা মাদ্রাসা ও এতিমখানায় আগুন লেগে ছাত্রীসহ ৭ জন পুড়ে মারা গেছে এবং ১শ' জন আহত হয়েছে। অনেকেই নিখোঁজ রয়েছে। ভোর ৪টায় আগুন লাগার পর সকাল ৭টায় ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়। তিন ঘণ্টার আগুনে মাদ্রাসার সবকিছুই জ্বলে-পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। ওই মাদ্রায় ২শ' ৭০ জন ছাত্রী ও কয়েকজন শিক্ষিকা বসবাস করতেন। আগুন লাগার সময় মাদ্রাসার প্রধান দুটি গেটসহ বের হওয়ার সবক'টি পথ বন্ধ ছিল। ভয়ে অনেক ছাত্রী দোতলা থেকে লাফিয়ে পড়ে আহত হয়। চারদিক বন্ধ মাদ্রাসায় আগুনের আতঙ্কে ছোটাছুটি করে আহত হয় অনেক ছাত্রী। এ ব্যাপারে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। কেউ বলছেন অগ্নিকান্ডটি নিছক দুর্ঘটনা, আবার কেউ বলছেন নাশকতার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেয়া যায় না। মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষের অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ ১৯ জনকে গ্রেফতার করেছে। এই অগ্নিকান্ড নিয়ে দলীয় রাজনীতি চলছে বলেও কেউ কেউ অভিযোগ করছেন।

পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত রিপোর্ট থেকে জানা যায়, মাদ্রাসাটি যদি চারদিক থেকে অবরুদ্ধ না থাকত এবং বের হওয়ার সব পথ বন্ধ না থাকত অথবা বন্ধ গেটগুলো দ্রুত খোলার ব্যবস্থা থাকত তবে হয়ত ছাত্রীদের এমন বেঘোরে মরতে হতো না বা এত ছাত্রী আহত হতো না। এ প্রসঙ্গে পত্রিকার রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে, পর্দার নামে ডেমরা ছনটেক মহিলা আবাসিক মাদ্রাসা ছিল এক অবরুদ্ধ কারাগার। প্রধান দুটি গেটে সব সময় তালা ঝুলত। ভেতরে আগুন নেভানোর কোন ব্যবস্থাই ছিল না। মধ্যযুগীয় কায়দায় এই মাদ্রাসা নামক কারাগারে ছাত্রীদের অবরুদ্ধ করে রাখা হতো। প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণ দিয়ে বলা হয়েছে, খালের ওপরের ব্রিজ দিয়ে মাদ্রাসায় ঢুকতে হয় এবং ব্রিজে ওঠার প্রধান গেটেই তালা ঝুলিয়ে রাখা হয়। এর জন্য আগুন নেভাতেও দেরি হয়েছে। রাতে ২ জন দারোয়ান এবং ৭ জন আবাসিক শিক্ষিকা থাকার কথা থাকলেও সে রাতে মাদ্রাসায় মাত্র ২/১ জন ছিল।

ইসলামিক শিক্ষার নামে মাদ্রাসাগুলোতে এবং বিশেষ করে মহিলা মাদ্রাসাগুলোতে কি চলছে তার সামান্যমাত্র জনসমক্ষে প্রকাশিত হলো আগুন লাগার ঘটনায়। মাদ্রাসায় ছাত্রীদের মধ্যযুগীয় কায়দায় একরকম বন্দি অবস্থায় কাটাতে হয়। তাদের ওপর খবরদারি করার হয়ত লোক থাকে; কিন্তু তাদের ভাল-মন্দ দেখার কেউ যে থাকে না এটা স্পষ্ট। এরকম একটা বদ্ধ জায়গায় আগুন নেভানোর কোন ব্যবস্থা না থাকা যে কতটা অমানবিক পরিণতি ডেকে আনতে পারে- ছনটেকের মাদ্রাসায় ৭ জনের মৃত্যুই তার প্রমাণ। আগুন নেভানোর ব্যবস্থা এবং ছাত্রীদের প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়ার কোন সিস্টেম আছে কিনা এটা দেখারও কেউ নেই। আমাদের প্রশ্ন হলো, মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষের এই চরম গাফিলতির জন্য যে ৭ জন ছাত্রীর মৃত্যু হলো এর জন্য এদের বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নেয়া হবে?

তার চেয়েও বড় কথা, মাদ্রাসাগুলোতে, বিশেষ করে মহিলা মাদ্রাসাগুলো সংস্কার করতে হবে। মহিলা মাদ্রাসাগুলো আবাসিক হওয়ার কি কোন প্রয়োজন আছে? নেই। আমাদের প্রস্তাব হচ্ছে, সবক'টি মাদ্রাসা সংস্কার করে ছাত্রছাত্রীদের বন্দিদশা থেকে মুক্ত করতে হবে। মহিলা মাদ্রাসায় আবাসিক পদ্ধতি তুলে দিতে হবে এবং তার আগে পর্যন্ত আবাসিক মাদ্রাসাগুলোতে আগুন নেভানো, প্রাথমিক চিকিৎসাসহ অন্যান্য তাৎক্ষণিক সুযোগ-সুবিধা বাধ্যতামূলক করতে হবে।